ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
১৮ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৫১-২০০৬

জাতিসংঘ মহাসচিব এর নিকট এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

কফি আনান
মহাসচিব
মহাসচিবের মুখপাত্রের দপ্তর
জাতিসংঘ
এস-৩৭৮ নিউইয়র্ক
এনওয়াই ১০০১৭
ইউএসএ

ফ্যাক্স: +১ ২১২ ৯৬৩ ৭০৫৫/২১৫৫

প্রিয় জনাব আনান,

বাংলাদেশ: গণতন্ত্রের ভন্ডামী ও বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘের একজন বিশেষ দূতের প্রয়োজনীয়তা

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) আজ আপনার কাছে লিখছে বাংলাদেশে বর্বরতাপূর্ণ মানবাধিকার পরিস্থিতি, আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্নীতি, ব্যর্থ শাসন এবং ত্রুটিযুক্ত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মোকাবেলায় জাতিসংঘের বৃহত্তর হস্তক্ষেপের আহবান এবং আপনার পক্ষ থেকে দেশটিতে একজন বিশেষ প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ। এই আহবানের কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল, মানবাধিকার কমিশনার এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার নিকট ধারাবাহিকভাবে কতিপয় চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালার বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ও নিজ দেশের জনগণ উভয়ের নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনে প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। সর্বোপরি, তারা নির্বাহী বিভাগ থেকে তাদের বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে ব্যর্থ হয়েছে, যার মাধ্যমে পুলিশ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা মানবাধিকার লংঘনের কার্যকর প্রতিকারের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী কনভেনশনের অংশগ্রহনকারী হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে সঙ্গতি রেখে নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়নেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। অপ্রতিদ্বন্দ্বি মানের দুর্নীতি যা- দেশটিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এবং সেটা মোকাবেলার জন্য আপাতদৃষ্টিতে একটি আইন ও প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিকারে ব্যর্থ হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে হবে হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়ে আসলেও জাতিসংঘ স্বীকৃত প্যারিস নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান চালু করা, যার জন্য বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রশিক্ষণ ও তহবিল গ্রহন ও ব্যয় করা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ হয়েছে (এএইচআরসি-ওএল-৪৪-২০০৬)।

আইনহীনতার সাথে লড়াই করার জন্য বিশেষ সন্ত্রাস বিরোধী আধাসামরিক বাহিনী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারও প্রকাশ্যে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও আইনহীনতার নীতি গ্রহন করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযান বিষয়ক উপ-মহাসচিবের নিকট আরেকটি পৃথক চিঠিতে আমরা বর্ণনা করেছি কিভাবে বিদেশে জাতিসংঘ মিশনে এসব বাহিনীগুলোর

অস্তিত্ব অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতাকে কতটা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে (এএইচআরসি-ওএল-৫০-২০০৬)। আমরা অনুরোধ করেছি যে, তার দপ্তর যেন আসন্ন অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভুমিকা পর্যালোচনা করে যতক্ষণ না ঐ সব বিশেষ বাহিনীগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিক্টিমদের জন্য প্রতারণামূলক পথ পরিহার করে আইনসম্মত প্রতিকারের দুয়ারগুলো উন্মুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটিই উল্লেখ করা হল। তাহলে, দেশটি এখন পর্যন্ত কেন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক নজরদারীর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হবে না?

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রশ্নের উত্তর হল, বাংলাদেশ সহ বর্তমানে এশিয়ার অনেক জায়গায়ই নিয়মিত সমস্যাসৃষ্টিকারী গণতন্ত্রের নামে যে ভন্ডামী চলছে। এই ভন্ডামী সৃষ্টি হয় নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা, রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং কয়েকটি পৃথক সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি- বিচার প্রক্রিয়া ও বিচার বিভাগীয় অসারতাকে আড়াল করে রেখে; আইনের শাসনের সামনে আইন শৃঙ্খলাকে উপস্থাপন; আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বাইরে থেকে অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অত্যুক্তি এবং এসব সংস্থাগুলোর কার্যকরী কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করা; এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে রাজনৈতিক দাসত্বে পরিণত করা প্রভৃতির মাধ্যমে। বাংলাদেশের জনজীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বহুমুখীরূপে বিদ্যমান, যেখানে বিচারকরা নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন, যেখানে অপরাধপ্রবণতার হুমকিকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করে 'ডেথ স্কোয়াড' গঠিত হয়েছে, এবং পুলিশ কর্তৃক প্রকৃত অপরাধ তদন্তের সক্ষমতা ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে, ক্ষমতাসীনদের অপরাধগুলো যে কোন ধরণের সম্ভাব্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উর্দ্ধে। এটা এমনই এক দেশ যেখানে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তর পর্যন্ত পৌছে গেছে: কোন ব্যক্তি পুলিশ বা তাদের সহযোগীদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হবে কি হবে না, কোন অপরাধের তদন্ত হবে কি হবে না, কোন ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পাবে কি পাবে না- এর সব কিছুই দেশের রাজনৈতিক চক্রের আবর্তনের উপর নির্ভর করে, যা সমর্থকদের প্রতি অন্তঃসারশুন্য চটকদার কথাবার্তা ও সেবা দেওয়ার গ্যারান্টি'র আশ্বাস দানের মাধ্যমে প্রধান দলগুলোর কোন একটিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে।

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ দারিদ্রপিড়ীত একটি দেশ। এটা [অধিকার লংঘনকারীদের] ব্যাপকভাবে দায়মুক্তি দেওয়ারও দেশ: উপরে উল্লেখিত ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলো এবং উচুঁতলার মানুষদের রক্ষার সরকারী নীতি'র বিপরীতে ফলাফল হল, তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতার স্তরকেই এর মাধ্যমে রক্ষা করে। যাই হোক, এই দু'টি অবস্থার মধ্যবর্তি বিরাজমান সম্পর্ক কদাচিৎ স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে দারিদ্র স্বীকৃত হলেও দায়মুক্তি'র সাথে এর সম্পর্ক যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়নি। দায়মুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার প্রবনতা থাকলেও আর্থিক বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে উম্মোচিত হয় নি। সুতরাং, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে এবং দ্বিপক্ষীয় সংস্থাগুলোর বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের উপর নির্ভরশীল কার্যকর ও প্রকৃত সমাধানের পথে যাওয়া উচিত, ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের জন্য দায়ী আইনগত ও রাজনৈতিক গঠনপ্রণালী, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘন সম্পর্কিত কঠিনতর প্রশ্নগুলোকে এড়াতে সক্ষম। সমাধানের প্রচেষ্টগুলোও সেখানে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা ত্রুটিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল: বস্তুত, জাতীয় পর্যায়ে কর্তৃত্বকারীরা প্রথাগত দায়মুক্তি চালু রাখার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতিটি সাফল্যের ভিত্তি দুর্বলতর করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ত্রুটিযুক্ত করে রেখেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা কাঙ্খিত গ্রাহকের কাছে পৌছানোর আনেক আগেই অগণিত ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ইতোমধ্যে, দেশটি মান্ধাতার আমলের পুলিশ বাহিনী, কাষ্টখন্ডের ন্যায় এক অধঃস্তন আদালত ব্যবস্থা এবং ভয়ংকর আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ নিয়ে যে তিমিরে পড়ে ছিল সেখানেই রয়েছে।

নিঃসন্দেহে, জাতিসংঘের সক্রিয় হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের প্রয়োজন এবং তারা এর যোগ্যও বটে, তারা শুধু জাতিসংঘে সক্রিয় সম্পৃক্ত হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও এএইচআরসি বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে উদ্বিগ্ন, মানবাধিকার কাউন্সিল, শান্তিরক্ষা অভিযান বিভাগ বা দেশটিতে নিয়োজিত মানবিক সংস্থাসমূহ কারোরই কোন গবেষণালব্ধ ও সুসংগঠিত নীতিমালা আছে কি-না সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অবগত নই। দেশটিতে বিরাজমান প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে এবং অপ্রয়োজনীয় অপচয়ের সৃষ্টি করে।

এমতাবস্থায়, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের পরামর্শ হল, আপনি বাংলাদেশের বিষয়ে একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করা এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে অবগত করতে আপনার দপ্তরের মাধ্যমে সেখানে প্রগতিমুখী পরিবর্তন আনয়নের জন্য এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে; অন্ততঃ, তাদের প্রতিবেশী মায়ানমার ও কম্বোডিয়াতে আপনার প্রতিনিধিত্ব যতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, এই নিয়োগ বাংলাদেশ সরকারের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, যা- অনেক প্রতিশ্রুত সংস্কার প্রক্রিয়াকে গতিময় করবে এবং সেখানকার মানবাধিকার কর্মী ও সমাজ গঠনে নিয়োজিতদের আগের অবস্থার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী তফাৎ সৃষ্টির আশায় নতুন উদ্যমে তাদের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করবে।

আমরা বুঝতে পারি, বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহন আপনার জন্য যে খুবই কঠিন এক কাজ হবে, তবে এটা কথার কথা নয়ঃ এমনকি, আমরাও শুধুই বলার জন্যই এই পরামর্শ দিচ্ছি না। দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বসহকারে মানবাধিকার বিষয় নিয়ে কাজ করার পরই আমরা আপনাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করবেন বাস্তবে যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত এবং প্রত্যাশায় রয়েছি আপনার অতীব প্রয়োজনীয় হস্ত ক্ষেপের।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্ন বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
২। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত ও নিবর্তনমূলক দন্ড বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৩। নারীর প্রতি সহিংষতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। চেয়ারপার্সন, নিবর্তনমূলক আটককরণ বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৫। মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।